একজন নোলক বাবু ও কতিপয় নালায়েক

অনিরুদ্ধ আহমেদ

অনিরুদ্ধ আহমেদ বাংলাদেশের পত্রিকার নিয়মিত এবং প্রতিষ্ঠিত কলাম লেখক। তিনি আমাদের অনুরোধে মুক্তমনায় নিয়মিতভাবে লেখা পাঠানোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। মুক্তমনার পক্ষ থেকে অনিরুদ্ধ আহমেদকে অভিবাদন জানাই। -- *মুক্ত-মনা মডারেশন টিম*

ইংরেজির প্রচলিত যে প্রবাদ আছে, সেই যে মেঘের আড়াল থেকে রুপোলি রেখা দেখার আশাবাদী উচ্চারণ, তেমনি এক অনুভবের অনুরণন শুনেছি এই প্রায় সাত সমুদ্দর তেরো নদী পাড়েও। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আকাশে যখন কালো মেঘের ঘনঘটা, তখন নিতান্ত্ব যেন কোন সুবর্ণ রেখা আমাদের আহ্লাদিত করে, আমরা গর্বিত বোধ করি আমাদের মফস্বলের কোন প্রতিভা বিকাশে। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতোই নোলক বাবু আমাদের চমকে দিলেন। অপসংস্কৃতির অবস্থান যখন ক্রমশই দৃঢ় হচ্ছে এবং নতুন মাত্রা পাচ্ছে ধর্মীয় মৌলবাদীদের প্রভাবে, তখন এই নোলক বাবু আমাদের এক আশ্চর্য উপলব্ধির কাছাকাছি নিয়ে আসেন। রাজধানী ঢাকার চোখ ঝলসানো জৌলুসে যখন হারিয়ে যাচ্ছে মফস্বলের কমনীয় স্নিগ্ধতা, তখন নোলক বাবু যেন আমাদের নিয়ে গেলেন আমাদের সোঁদা মাটির কাছাকাছি। উনিশ বছরের এই তরুণ আমাদের চমকে দিলেন তার ব্যতিক্রমী প্রতিভার দীপ্তিতে। নোলক গান গেয়েছেন অপ্রাতিষ্ঠানিক স্বতঃস্ফূর্তর্তায়, কখনও কখনও নিতান্ত্বই আর্থিক প্রয়োজনে। মায়ের অসুস্থতার সময় রেলগাড়িতে গান গেয়ে ওষুধের পয়সা সংগ্রহ করেছেন এই সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণ। পুরস্কৃত হয়েছেন আপন গুণের মহিমায়। এই উত্তর আমেরিকায় যদিও কোন কোন প্রতিযোগীর পক্ষে এসএমএস করে ভোট দেয়ার অনুরোধ এসেছে আত্মীয়-পরিজনের পক্ষ থেকে, তবুও নোলক বাবু এক্ষেত্রে ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। তার পক্ষে এসএমএস করে ভোট দেয়ার জন্য তার কোন আত্মীয়-স্বজন তদবির করেননি দেশে-বিদেশে। বিচারকদের রায়ের সঙ্গে সাধারণ দর্শকদের অনুভব মিশে গেছে একই ধারায়। সাধারণত

সংখ্যা ও গুণের সমন্বয় এভাবে ঘটে না, যেভাবে ঘটল জামালপুরের এই তরুণের ক্ষেত্রে। এখানে আমরা লক্ষ্য করি যেমন নোলকের নিজস্ব প্রতিভা, তেমনি সেই প্রতিভার স্বীকৃতিতে সার্থক জনগোষ্ঠীও। বাঙালি যখন মধ্যমেধার ঊর্ধ্বে উঠতে পারছে না বলে চতুর্দিকে একটা 'গেল গেল' রব উঠছে, তখন নোলক বাবুর সাঙ্গীতিক প্রতিভা আমাদের জন্য নান্দনিক বিস্ময়ও বটে। বাঙালি সম্পর্কে দ্বিতীয় যে সমালোচনাটি প্রকট যে বাঙালি প্রতিভা চেনে না, প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন করে না সে অভিযোগটিও খণ্ডিত হল।

বিপুল ভোটে বিজয়ে অভিনন্দন নোলক বাবুকে, অভিনন্দন তাদেরকেও যারা প্রতিভা নির্বাচিত করেছেন এবং যারা এই নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন।

কেবল শিরোনামধর্মী কিংবা বোধ করি সেস্লোগানধর্মীও নয়, যখন আমরা বলি বাংলাদেশ তোমাকেই খুঁজছে এই সন্ধানের মধ্যে একটি কঠিন বাস্তবতা রয়েছে। যেন এক অনুবীক্ষণিক প্রয়াসে আমরা খুঁজে পেতে চাইছি আমাদের প্রকৃত প্রতিভাকে। বাঙালি ঐতিহ্যগতভাবে সুকুমার শিল্পের প্রতি অনুগত থেকেছে এবং আমাদের এই বৈরী সময়েও আমরা খুঁজে পেতে চাই সেসব ব্যতিক্রমী প্রতিভাকে যারা উঠে আসবেন গ্রামবাংলা থেকে। সাংস্কৃতিক এই প্রতিভা আবিষ্কৃত হলেন আমাদের রাষ্ট্রিক ইতিহাসের সবচেয়ে দুঃসময়ে, যখন নোলকদের সংখ্যা চাপা পড়ছে ক্রমবর্ধিষ্ণু মৌলবাদী নালায়েকদের আধিপত্যে। সংস্কৃতি, সুকুমার শিল্প সঙ্গীত, নাট্যকলা, কাব্যচর্চা, চলচ্চিত্র যে সমাজে পাপ এবং অতএব পরিত্যাজ্য; সেরকম সমাজে আমাদের নিয়ে যেতে চায় এসব নালায়েকের দল। নোলক বাবুর অবস্থান, আমাদের সৌভাগ্য, সেই নালায়েকদের থেকে যোজন যোজন দূরে। বিস্ময়কর এও যে, কতিপয় নালায়েকের ভিড়ে একজন নোলক বাবুর অবস্থান যেন অনেকটাই প্রান্তিক। কিন্তু এ কথাও সত্যি, সাধারণ জনগোষ্ঠী একপ্রান্তে অবস্থিত নোলক বাবুদের চিনতে ভুল করে না, নালায়েকদের সশস্ত্র ও সহিংস আধিপত্য সত্ত্বেও। বাঙালি জানে, নোলক ও নালায়েকদের মধ্যে আদর্শিক পার্থক্য অনেক।

যে জঙ্গি নালায়েকরা আমাদের স্থিতধী সমাজে অন্যায় ও আচমকা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তারা যে সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাদের অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেটি যে কেবল সব ধরনের নান্দনিকতা-বিবর্জিত তা-ই নয়, সে সমাজে মানুষের ন্যূনতম অধিকারও স্বীকৃত হতে পারে না। কারণ এ ধরনের সমাজ পরিচালিত হবে যে মোলস্লাতান্ত্রিকভাবে, সেখানে মানুষ বিভাজিত থাকবে ধর্মীয় পরিচিতির মাধ্যমে; আর সে ধর্মও সংজ্ঞায়িত হবে স্রষ্টা-প্রেম দ্বারা মোটেই নয়, যতটা স্রষ্টা-ভীতি দ্বারা। ভয় যেখানে প্রাধান্য পায়, প্রেম সেখানে লুপ্ত। অতএব যে সুফিবাদ, যে মরমী অনুভূতি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে এবং মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, সেই তত্ত্ব নিষিদ্ধ করতে চায় যান্ত্রিকভাবে ধর্মচর্চায় আগ্রহী এই নালায়েকের দল। সমাজের সেরকম যান্ত্রিক রূপান্তর বাংলাদেশকে এক অন্ধকার যুগে নিয়ে যাবে। আফগানিস্তানের বানিয়ান প্রদেশে বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংসের যে প্রতীকী পাশবিকতা প্রদর্শন করেছিল তালেবানরা, সেরকম পাশবিক এক শক্তির যদি অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশে, তাহলে আমাদের ময়নামতি কিংবা পাহাড়পুরের সব ঐতিহাসিক নিদর্শন বিনষ্ট হবে মসজিদ-মাদ্রাসার নতুন ভিত্তিপ্রস্তরে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, মৌলবাদীদের উস্কানির মুখে জামায়াতে ইসলামী প্রভাবিত চারদলীয় জোট সরকার যখন বাংলাদেশে যাত্রা প্রদর্শনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তখনই মৌলবাদীদের প্রকৃত চরিত্র পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সত্য বটে, যাত্রায় অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছে বারবার, গ্রামবাসীর নৈতিক চরিত্রে স্খলন ঘটতে পারে তেমন কিছু আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয়েছে। যাত্রাকে কেন্দ্র করে মদ, জুয়া ও নারী ব্যবসার অভিযোগও উঠেছে। সেসব অপরাধ দমনের জন্য

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার নিতেই পারত। কিন্তু মাথাব্যথার চিকিৎসা হিসেবে মাথা কেটে ফেলার এই চরম সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কারণ কাজ করেছে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী এবং লোকজ সংস্কৃতির অংশ হিসেবে যাত্রা হচ্ছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নান্দনিক যোগাযোগের একটা বড় উপায়। যাত্রা আমাদের জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করতে পারে। যাত্রার মাধ্যমে গণতন্ত্র ও প্রগতির বার্তা পাঠানো যায় মানুষের কাছে, পাঠানো যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকদর্শন। কিন্তু গ্রামের মোলস্না-মাতব্বররা সে পথ রুদ্ধ করল জামায়াত অনুগত সরকারের সহযোগিতায়। অসামাজিক কার্যকলাপটা তখন একটা অজুহাত হয়ে উঠল এই যাত্রা শিল্প বন্ধ করার পেছনে; অথচ যাত্রার মাধ্যমে যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়, মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে শৈল্পিক অনুভূতি যেখানে সম্মিলন ঘটে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের, সেই শিল্পকে রুদ্ধ করা হল সুপরিকল্পিতভাবে। মসজিদ-মাদ্রাসাকেন্দ্রিক একটি একরৈখিক সংস্কৃতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে আমাদের ঐতিহ্যের ওপর এলো এ আঘাত। কাজেই জাম'আতুল মুজাহিদীন, জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশের এই সাম্প্রতিক যৌথ তৎপরতা জামায়াতে ইসলামীর মূল আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন মোটেই নয়। জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এ ধরনের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে যে হিন্দুয়ানি প্রভাব খুঁজে পান সে কথা তিনি বারবার বলেন, বারবার বাজে তার পুরনো ভাঙা রেকর্ডটা। কিন্তু দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীরা বেমালুম ভুলে যান, সংস্কৃতির একটিমাত্র উপাদান হচ্ছে ধর্ম বাকি উপাদানগুলোর সঙ্গে মাটি ও মানুষের যোগাযোগ। তার পোশাক-আশাক, খাদ্য, সুকুমার বৃত্তি এ সবকিছুই যতখানি প্রভাবিত ভৌগোলিক অবস্থান এবং ঐতিহাসিক পরম্পরা দ্বারা, ততটা প্রভাবিত নয় অন্য কিছু দ্বারা। স্বয়ং ইসলামের নবী নতুন ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করেছেন। এই সমন্বয়ের কথা সাঈদীর মতো লোকেরা যে বুঝেও বোঝেন না, সেটাই বিস্ময়কর বিষয়। আসলে যে মৌলবাদী নালায়েকদের সরকার দুধ-কলা দিয়ে পুষছে এবং তারা যেসব প্রশিক্ষণ পাচ্ছে, তার সবটাই সংস্কৃতির প্রতিপক্ষ, অপসংস্কৃতিরই নামান্তর। তাদের পথ যে নোলক বাবুদের পথ থেকে অনেক দূরে গেছে বেঁকে, সে কথা বোধ করি বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের এই সঙ্কটের সময়ে যখন নোলক ও নালায়েকদের মধ্যে একটা সংখ্যাতাত্ত্বিক বৈষম্য বিরাজ করছে, যখন ক্রমশই নোলক বাবুদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, তাদের স্থান সঙ্কুচিত হয়ে আসছে তখন আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে, এরকম প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়ে। এ প্রতিভা থেকেই তো বাঙালিকে বঞ্চিত করার অভিপ্রায়ে ১৯৭১ সালে রাজাকার আর আলবদররা ধর্মের নামে এ দেশের মেধা ও মননের কণ্ঠ রোধ করেছিল এবং ঘাতকের দলের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন তারা যাদের উপস্থিতিতে নোলক বাবুদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটত, নালায়েকরা হতো সঙ্কুচিত। বড়ই পরিহাস ও পরিতাপের বিষয় যখন জামায়াত প্রধান মতিউর রহমান নিজামী তার দলীয় সমাবেশে আঙুল উঁচিয়ে চ্যালেঞ্জ করেন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিকে। বলেন, জামায়াত নির্মূল হয়নি কিন্তু কার্যত ওই নির্মূল কমিটি এখন কোথায়? নিজামীর এই উদ্ধত উচ্চারণে নির্মম সত্য আছে স্বীকার করতেই হয়, কিন্তু গোটা বাঙালি জাতিকে যারা এ অবস্থায় নিয়ে এসেছে, জিয়া থেকে বেগম জিয়া পর্যন্ত, তাদের একাত্তরের এই দেশদ্রোহীদের দ্বারা জাতির অবমাননার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী যখন বিরোধী দল ও বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাদের দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং যখন রাষ্ট্রদ্রোহীদের ক্ষমতার মসনদে পাশে নিয়ে বসেন, তখন এই দেশদ্রোহিতার সংজ্ঞা সম্পর্কে তিনি যে একটা মৌলিক বিভ্রান্তিতে ভোগেন সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। লক্ষ্য করা যায়, খালেদা জিয়া স্বাধীনতার লড়াই কথাটা যতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেন, তেমন স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেন না। জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন, এ দাবি বিএনপিতে যত জোরেশোরে উচ্চারিত হয়, জিয়া মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এ কথা উচ্চারণে যেন খানিকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করি।

বিএনপির এই রাজনৈতিক অবস্থানই আমাদের দেশে এক অনাবশ্যক বিভাজন এনেছে। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দিক থেকে এখনকার বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে হয়তো পার্থক্য খুবই সামান্য, কিন্তু যখন জাতীয়তাবোধের প্রশ্ন ওঠে তখন লক্ষ্য করি যে এ দুটি দলের মধ্যে আদর্শিক তফাতটা পরিষ্কার। একথা বলাই বাহুল্য, বিএনপির মধ্যেও মুক্তিযোদ্ধারা আছেন অনেক, কিন্তু তাদের কণ্ঠ ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে। এমনকি জামায়াতি আধিপত্য মেনে নিতে যে কুণ্ঠাহীন সমর্থন জ্ঞাপন করে চলছেন স্বয়ং বিএনপি প্রধান, সেক্ষেত্রে স্পষ্টতই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, বিএনপির মূলধারার রাজনীতি অব্যাহত থাকবে কিনা। যেদিকে পদক্ষেপণ চলছে তাতে বিএনপি কালক্রমে জামায়াতের ভেতর যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকবে না। রাজনৈতিক এই ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত্ম থেকে যাবে সেই মূল দুটি ধারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ও বিপক্ষের শক্তি। প্রতীকী অর্থে সেই দু'পক্ষ, নোলক বাবুদের মতো সাধারণ মানুষ যারা সুরে ও সঙ্গীতে, সুকুমার বৃত্তিতে দেশে একটি গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে চাইবেন এবং একদল নালায়েক যারা ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে সমাজকে করবে কলুষিত, মানুষের মৌলিক অধিকার করবে অহরহ লপঘন এবং সাধারণ মানুষকে করবে ধর্মের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত্ম ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এমনি সময়ে নোলক বাবুদেরই এগিয়ে আসতে হবে, গানের নয় কেবল প্রাণের স্পন্দন জাগাতে হবে গোটা সমাজকে। নোলক বাবুকে অভিনন্দন আবারও, ধিক্ জঙ্গি নালায়েকরা।